E . Learning
Moule -1
Name : Subhash Chandra Mondal.
Designation : Asst. Professor.(Dept. of History)

বিষয় : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ভারতে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের বিবরণ ।

ভূমিকা :

অসহযোগ আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিকেরাও সমভাবে অংশ নিয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পরও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই সময় থেকে কৃষক ও শ্রমিকেরাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। তারই প্রকাশ দেখা যায় বিভিন্ন কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত করার মাধ্যমে। বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে কৃষক আন্দোলন এক গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

সারা ভারত কিষাণ কংগ্রেস গঠন :

কৃষকদের আন্দোলনের কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ ছিল ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য করের পরিমাণ হ্রাস করা, জমিদারি প্রথা বিলোপ করা, মহাজনদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, জমি থেকে উৎখাত বন্ধ করা। বাংলার মেদিনীপুর, বিহারের ছোটনাগপুর, উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলি, অযোধ্যা, গুজরাটের বরদৌলি, পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন স্থানে উপরোক্ত কারণগুলির প্রতিকার করার জন্য কৃষকেরা আন্দোলন করেছিল। জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ কৃষক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। ১৯৩০ এর দশকে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে এই দুই দল একত্রিত হয়ে একটি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠনের প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। জওহরলাল নেহরুর সক্রিয় সমর্থনে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'সারা ভারত কিষাণ কংগ্রেস' গঠিত হয়। অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গা হন এই সংস্থার সম্পাদক ও স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী হন সভাপতি।

কার্যকলাপ :

এই সংস্থা জমিদারি প্রথার বিলোপ, ভূমিরাজস্ব ও খাজনার পরিমাণ হ্রাস, কৃষিঋণ মুকুব, বেগার প্রথার উচ্ছেদ, কৃষকদের মধ্যে পতিত জমি বন্টন, মজুরি বৃদ্ধি, বনজ সম্পদ আহরণের অধিকার প্রভৃতি দাবি জানিয়ে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর 'সর্বভারতীয় কিষাণ দিবস' হিসাবে পানল করা হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠিত হলে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলিতে কৃষকদের স্বার্থে বেশ খিছু আইন পাশ করা হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষি ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা, উচ্ছেদ হওয়া জমিতে কৃষককে পুনর্বহাল করা, ভূমিস্বত্ব কৃষককে দেওয়া প্রভৃতি। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে দেশ জুড়ে বিভিন্ন দাবিতে কৃষক আন্দোলন চলতে থাকে। কৃষক আন্দোলন সবথেকে বিস্তার লাভ করে বিহার, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে। কংগ্রেসের পরিচালিত মন্ত্রীসভাগুলি কৃষক স্বার্থে কিছু আইন পাশ করলেও সামগ্রিকভাবে তারা তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় সফল হয়নি।

শ্রমিক আন্দোলন :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে এক ব্যাপক অশান্তি ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই সময়ে বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে মূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিকদের কম মজুরি প্রভৃতি কারণে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এর ফলে বিশেষ করে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকরা একের পর এক ধর্মঘটে সামিল হন। বোম্বাইয়ের সুতিবস্ত্র শিল্পে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এগারো দিন ধরে এক সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ক্রমে বাংলা, বিহার, অসম, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ২০০ বার শ্রমিক দর্মঘট হয়েছিল।

(১) ট্রেড ইউনিয়ন গটন :

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বি.পি. ওয়াদিয়া মাদ্রাজে প্রথম ট্রেড ইউনিয়নের (শ্রমিক সংগঠন) প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ধর্মঘটের সংখ্যা। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC)। মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় এই ইউনিয়নের প্রথম অধিবেশন যেখানে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ১২৫ টি শ্রমিক সংগঠন যোগ দিয়েছিল। এই অধিবেশনে

সভাপতি লালা লাজপত রায় বলেন,— The awakening of the workers marked the end of an epoch and the begining of another' এভাবে ক্রমে ভারতীয় শ্রমিকরা রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস্ পার্টি। এই দল বাংলা, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও উত্তরপ্রদেশে প্রকাশ্যভাবে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ শুরু করে। এভাবে শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থী আদর্শের প্রসার ঘটে।

(২) মিটার ষড়যন্ত্র মামলা:

শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এ সময়ে একের পর এক শিল্প ধর্মঘট হতে থাকে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে খড়গপুরে রেল শ্রমিক, 'গিরনি কামগড়' ইউনিয়নের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের শ্রমিক ধর্মঘট এবং জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। সরকার আতঙ্কিত হয়ে 'শিল্পবিরোধ বিল' ও 'জন নিরাপত্তা বিল' পাশ করে। এরপর শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে মার্চ ৩৩ জন শ্রমিক ও কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করে সরকার মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুঝফফ্র আহমদ, এস.এ. ডাঙ্গে, পি.সি. যোশি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সাড়ে চার বছর ধরে বিচার চলার পর অভিযুক্তদের কারাদন্ডে দণ্ডিত করা হয়। শেষপর্যন্ত ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ে।

(৩) কমিউনিস্ট প্রভাব : কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হলেও ক্রমে এর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর কারণ ছিল কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী মনোভাবের প্রসার ও তার ফলে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠা। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনেও এই দলের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। নিখিল ভারত কিষাণসভার মাধ্যমে কমিউনিস্টরা কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। শ্রমিক আন্দোলনেও তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থে বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের ফলে শ্রমিক আন্দোলন আরও প্রসার লাভ করে।

উপসংহার :

ভারতে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে আন্দোলনও যেমন সুসংগঠিত হয়নি তেমনি তাদের দাবিগুলিও ঠিকমতো পূরণ হয়নি। এদতসত্ত্বেও আন্দোলনগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।